যুবরাই লড়বে সোনার বাংলা গড়বে

জাতীয় যুব উৎসব '৯৭

১-৮ নভেম্বর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

The Daily Star Special Supplement November 1, 1997 অঙ্গসজ্জা : ডন অ্যাডভার্টাইজিং লিঃ

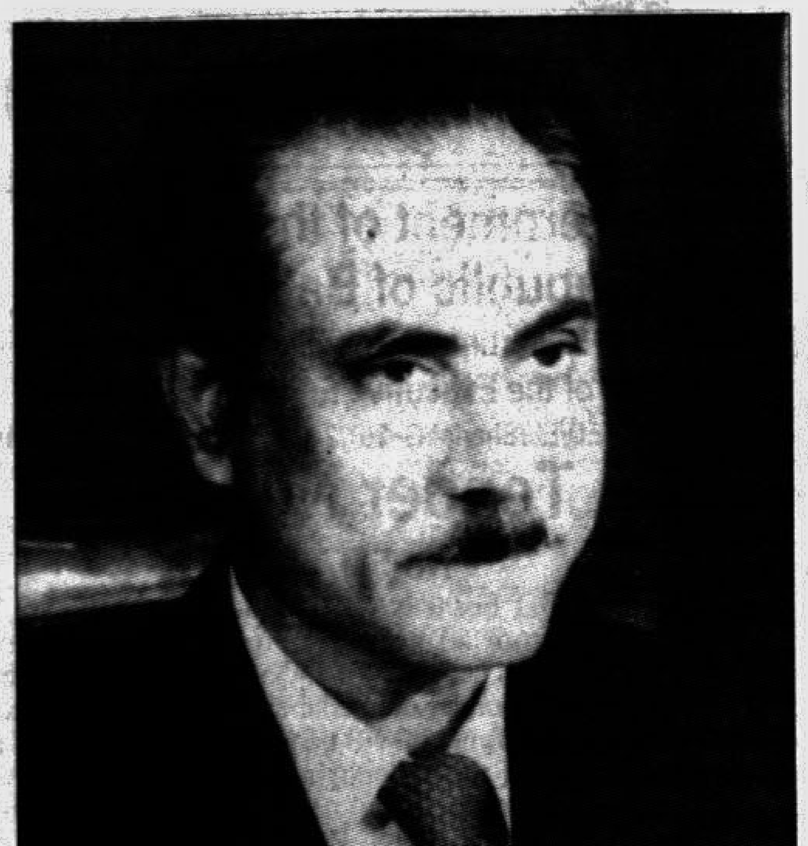

বাণী

জাতীয় যুব দিবস '৯৭ উপলক্ষে দেশের যুব সমাজকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

যুব সমাজ দেশ ও জাতির চালিকাশক্তি। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ধারায় যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মেধা, শক্তি ও সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যুব সমাজের একাংশের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধেও সকলকে সচেতন হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ ও সঠিক কর্মপন্থা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনগুলো এ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশা করি।

আমি জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবসমাজকে নিয়েই আমাদের জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ। তাদের মেধা, মনন ও প্রতিভার বিকাশ আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে বেগবান করতে পারে।

অতীতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে যুবসমাজের সাহসী সদস্যরা আমাদের সংগ্রামমুখর ইতিহাস রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এখন দেশ গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

অমিত সম্ভাবনার আধার এই যুবশক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের কাজে যুক্ত করার জন্য আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে এবারের জাতীয় যুব উৎসবের মূল বাণী নির্ধারণ করা হয়েছে, 'যুবরাই লড়বে, সোনার বাংলা গড়বে'।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের যুবসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা গড়ার' স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করবে।

আমি পহেলা নভেম্বর জাতীয় যুব উৎসব '৯৭ উদযাপন অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

মো: ফজলুল হক
মহাপরিচালক,
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব শক্তির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন জাতি কাংখিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুব সমাজকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় তৃতীয়াংশই যুব। জাতীয় যুব নীতিমালা অনুসারে ১৫-৩০ বছর বয়সীদের যুব বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে দেশে যুবদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। এর মধ্যে অশিক্ষিত যুবদের সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ এবং কর্মহীন যুবদের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। বর্তমানে দেশে যুবদের সংখ্যা আনুমানিক ৪ কোটি এবং কর্মহীন যুবদের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি পর্যন্ত হতে পারে। যুব শক্তিকে মানব সম্পদে উন্নীত করা এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য হলেও যুব শক্তির সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের যুব সমাজের এক বৃহৎ অংশ এখনও নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, কর্মহীন, হতাশাগ্রস্থ ও দারিদ্র পীড়িত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপে দেশের অনেক যুব পথভ্রষ্ট হয়ে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, ছিনতাই এবং অন্যান্য অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি থানাসহ দেশের সবক'টি থানায় যুব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইতোপূর্বে যেখানে মাত্র ১৬৯ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল সেখানে বর্তমানে তা ২০৮টি তে উন্নীত করা হয়েছে। বেকার যুবদেরকে কারিগরী শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার জন্য মাত্র ৫টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এবছর থেকে সারা দেশে ৭২টি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দেশের অবশিষ্ট ৪৩টি জেলায় পর্যায়ক্রমে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব বর্তমান সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। শুধুমাত্র যুব মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

শুধু প্রশিক্ষণই নয়। যুবরা যাতে স্বল্প পুঁজি নিয়ে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ আকারে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরো ৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে। এই ঋণ তহবিল থেকে যুবরা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ পাবে। এর জন্য তাদেরকে কোনকিছু বন্ধক রাখার প্রয়োজন পড়বে না। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করে দিলে তারা আবার ঋণ নিতে পারবে। এছাড়া এ ঋণে প্রকৃত সুদের হার মাত্র ৯ শতাংশ যা অন্য যেকোনো ক্ষুদ্র ঋণের তুলনায় অনেক কম।

নীচে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবো।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম :

জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের সম্পৃক্তকরণ এবং যুব সমাজকে সুশৃংখল, সুসংগঠিত ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী চালু করেছে:

১. যুবদের বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান
২. প্রশিক্ষণান্তে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান
৩. পল্লীর ভূমিহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন
৪. যুবদের নেতৃত্ব বিকাশ ও মানবীয় গুণাবলীর অর্জনে বিভিন্ন মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ
৫. যুব সংগঠনকে গোষ্ঠী উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ
৬. পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে যুবদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ
৭. পরিবার কল্যাণসহ সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে যুবদেরকে নিয়োজিত করণ।

উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে,সেগুলি হলো

চলমান প্রকল্প সমূহ:
১। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প।
২। থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প।
৩। বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
৪। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।
৫। টি,এ প্রকল্প(কারিগরীসহায়তা কর্মসূচী)
৬। যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুব সমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প।
৭। প্রো-এ্যাকটিভ ইনভলভমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ ইন পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (ইউএনডিপির আর্থিক সাহায্য পুষ্ট)

প্রস্তাবিত প্রকল্প :
১। জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।
২। শিক্ষিত বেকার যুবদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।
৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী।
৪। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সরবরাহ প্রকল্প।
৫। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য জাতীয় সমাজ সেবায় অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প।
৬। পল্লী প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
৭। যুব মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প :

বেকার যুবদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। মোট ২১১৩৭.৩৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রণীত এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলতি ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ দেশের ৪৭০টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০১ মেয়াদী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ৮,২৮,০২৬ জন যুবক বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গত ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৯১,৮৫৫ জন যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত সময়ে ৬৩৯০৭ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবদেরকে ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বাধিক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। ইতিপূর্বে ২৫ কোটি টাকা এ খাতে বরাদ্দ ছিল। বর্তমানে তা বৃদ্ধি করে ৭৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে এ প্রকল্প থেকে ৩৪৬৮৩ জন যুবক ও যুবমহিলা ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা যুবঋণ সহায়তা পেয়েছে। ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯০ ভাগ।

থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প :

গ্রাম বাংলার গরীব ভূমিহীন লোকদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎপাদমুখী পেশায় প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দেশের ২৯টি জেলার ৩২টি থানায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৮৫.৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ তহবিলের পরিমাণ ৪৩৫০.৯৭ লক্ষ টাকা। এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২,১৮,০০০ জন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৪১,২৯০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৯.৭৭ ভাগ। আগামী ডিসেম্বর মাসে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ প্রকল্পের ২য় পর্বের বাস্তবায়ন কাজে অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব করেছে। এর ফলে আগামী বছর থেকে আরও ৫০টি নতুন থানায় কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) :

এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং, রেডিও, টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর, ইলেট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২৭৫ জন বেকার যুবকে কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা দে[illegible] দেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পটির উল্লেখিত ট্রেড সমূহে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যধিক বিবেচিত হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯৭-২০০২ সাল মেয়াদকালে দেশের ৬৪টি জেলার ৭২টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

বেকার যুব ও যুব মহিলাদের গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২১টি। বাৎসরিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৯৬০০ জন। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪১২ জন যুবকে ৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের উন্নত জাতের গাভী, ছাগল ও হাঁস-মুরগী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যাপক সাফল্য ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে আরো ২০টি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এছাড়াও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুব সমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প (টি,এ প্রকল্প) :

জনসংখ্যা উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই যুবদেরকে জনসংখ্যা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরত: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়নে যাতে যুবরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য ইউ, এন,এফ,পি,এ'র আর্থিক সহায়তায় এ (টি,এ) প্রকল্পটি ১৯৯৫ সালে ২০০টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫৩টি জেলায় ৯৫টি থানা ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে। প্রকল্পটির সাফল্যের প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১০০০টি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রো-এ্যাকটিভ ইনভলভমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ ইন পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (টি, এ প্রকল্প) :

গ্রামের যুব গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সমাজভিত্তিক সংগঠন সমূহের সদস্য/সদস্যাদেরকে সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণ এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এনজিও) থেকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁরা প্রকল্প এলাকায় যুব ক্লাবের সাথে কাজ করার জন্য সম্পৃক্ত আছেন। তাঁরা সেখানে পরিবর্তনের অনির্দেশক অনুঘটক (Non-Directive Catalysts) হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব এলাকার যুব ক্লাব কর্মীদের এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, এলাকার উপযোগী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও নিবন্ধন এবং স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের যে সব সমস্যা যেমন-যুব মহিলা এবং গরীব জনসাধারণ যাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচরাচর সম্পৃক্ত করানো হয় না। তাদের উন্নয়ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৬-২০০১ সাল মেয়াদকালীন ৮৮০.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী এবং কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানায়৪০টি যুব ক্লবের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ভবিষ্যত কার্যক্রম :

উপরোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াও সরকার যুবদের জন্য নিম্নবর্ণিত আরো কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছে। কর্মসূচীগুলি অনুমোদনের জন্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী (যুব কর্মসহায়ক প্রকল্প) :

এ প্রকল্পে দেশের বৃহত্তর ১০টি জেলার ১০টি নির্বাচিত থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত যুবদের স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৯৭-২০০২ সাল মেয়াদকালে এ প্রকল্পের আওতায় ১৩৫০০ জন যুবকে প্রশিক্ষন দেয়া হবে।

জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

এটি মূলত : একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। জাতীয় যুব কেন্দ্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। এছাড়াও দেশের যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানারকম মানবীয় গুণাবলী অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক যুববিনিময়ে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তা পাবার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সরবরাহ প্রকল্প :

দেশে বর্তমানে মাছ-মাংস ও ডিমের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় বেশী। বর্তমানে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে উন্নততর প্রযুক্তি জ্ঞান না থাকার কারনে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে গৃহীত প্রকল্পগুলোর উৎপাদন আশানুরূপ নয়। তাই বর্তমানে সরকার যুবদের গৃহীত প্রকল্পগুলোকে অধিক উৎপাদনমুখী করার জন্য "প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সরবরাহ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান গ্রহণেচ্ছু যুবদেরকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

পল্লী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) :

গ্রামীণ যুবদেরকে স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনই এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ১৯৯৭-২০০০ সাল মেয়াদকালীন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৮২টি থানায় প্রায় ৪৯২০০০ জন সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ পাবে।

যুব মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

এ প্রকল্পে যুব মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবিক গুনাবলীর উন্নয়ন সাধন, নানাবিধ সমস্যার সমাধান, সামাজিক সংস্কার সাধন, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯৯৭-২০০২ সাল মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৯টি ট্রেডে বছরে ৪০০ জন যুব মহিলা প্রশিক্ষণ লাভ করবে। এর মধ্যে ২০০ জন যুব মহিলার জন্য প্রকল্পের নিজস্ব আবাসিক হোষ্টেলের সুবিধা থাকবে। বাকী ২০০ জন যুবমহিলা অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ লাভ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জাতীয় সমাজসেবায় অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প :

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি অবসর ও ছুটিকালীন সময়ে জাতীয় সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে যেমন-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ দূষণরোধ, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ফলে একদিকে যেমন ছাত্র/ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা লাভের সুযোগ আসবে, অন্যদিকে উদ্বুদ্ধকরণের ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের প্র[illegible]টি প্রধান উদ্দেশ্য হলো- পরামর্শ কে[illegible] লেখাপড়ার পাশাপাশি খন্ডকালীন কর্মসংস্থান এবং ছুটির সময়ে জনহিতকর কাজে নিয়োজিতকরণ। ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদকালীন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬০০০ ছাত্র/ছাত্রীকে প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হবে।

শিক্ষিত বেকার যুবদের উদ্যোক্তা উন্নয়নমূলক প্রকল্প :

এ প্রকল্পে দেশের শিক্ষিত বেকার যুব সমাজকে বিশেষত: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় এনে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯৯৭-২০০২ সাল মেয়াদকালে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৭,০০০ জন শিক্ষিত বেকার যুব উপকৃত হবে।

অন্যান্য কার্যক্রম :

(ক) **জাতীয় যুব উৎসব** : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ১লা নভেম্বর 'জাতীয় যুব উৎসব' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে দিবসটি 'জাতীয় যুব দিবস' হিসেবে পালিত হতো। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে 'জাতীয় যুব পদক' প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৬৪ জন সফল যুবক ও যুব মহিলাকে জাতীয় যুব পদক প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও ১১ জন সফল যুব ও যুব মহিলাকে 'জাতীয় যুব পদক' প্রদান করা হবে।

খ) **যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদান** : যুব সংগঠনসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ যাবৎ প্রায় ২০০০টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং আরো ২০০০টি সংগঠনের তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াধীন আছে। গত অর্থ বছরে (১৯৯৬-৯৭) 'যুব কল্যাণ তহবিল' থেকে ২৪৪টি যুব সংগঠনকে প্রকল্প ভিত্তিক ২০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অনুন্নয়ন খাত থেকেও ৭১টি যুব সংগঠনকে ৪.৯৭ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধন ১ কোটি টাকা হতে ৫ কোটি টাকায় বর্ধিত করেছেন। ফলে বর্তমান বছর হতে আরও অধিক সংখ্যক যুব সংগঠনকে তাদের প্রকল্পের অনুকূলে অনুদান দেয়া সম্ভব হবে।

(গ) **কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম** : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী যেমন : সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি 'যুব উন্নয়ন' বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

(ঘ) **আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক** : জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘের অংগ সংস্থা ইউ.ইন.এফ.পি.এ, ইউ.এন.ডি.পি এবং এসকাপ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে জাইকার ৩ জন এবং কোইকার ১০ জন স্বেচ্ছাসেবী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। এছাড়াও ইউ.এন.ভি এর ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবী বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন।

বাণী

কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি আমাদের উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুবসমাজ এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যুবসমাজের দৃঢ় মনোবল সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে পারে; মেধা, মনন ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতিসঞ্চার করতে পারে। সেজন্যে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবসমাজের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এই লক্ষ্যকে উপজীব্য করেই এ বছর জাতীয় যুব উৎসবের মূলবাণী নির্ধারণ করা হয়েছে-- "যুবরাই লড়বে,সোনার বাংলা গড়বে"।

প্রাণে প্রাণ মিলে জীবনের জীর্ণ পাতা ঝরে যাক, যৌবনের ঘূর্ণিতে আকাশ কাপাঁনো শক্তি জাগুক জাতীয় যুব উৎসব '৯৭-তে এই আমার প্রত্যাশা।

ওবায়দুল কাদের
প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুবসমাজ যে কোন দেশেরই প্রাণ শক্তি। যুব সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন জাতীর পক্ষে কাংখিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে যুব সমাজকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে দেশের যুবসমাজ যত দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। তাই যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি জেলা ও থানায় যুব সমাজের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসহ যে সকল কর্মসূচী ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে,তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলে আমি মনে করি।

এই মহান জাতীয় যুব উৎসব '৯৭-এ দেশের আপামর যুবসম্প্রদায়কে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁরা তাঁদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিবেদিত হোক-এই কামনা করছি।

এ এস এম শাহজাহান
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৌজন্যেঃ
জনতা ব্যাংক